দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 27 DEC 2012
পৃষ্ঠা 9 কলাম 5

লোহাগড়ায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়

লোহাগড়া (নড়াইল) উপজেলা সংবাদদাতা

লোহাগড়া উপজেলার বিভিন্ন কলেজে শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত ফি'র সাথে উন্নয়ন খাতের নামে বেশি ফি আদায় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে সব চেয়ে বেশি অর্থ আদায়ের সত্যতা পাওয়া গেছে সদরে অবস্থিত লক্ষীপাশা আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজে। কলেজটির উপাধ্যক্ষ ফারুক আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় বি. অপ ও ব্যবহারিক পরীক্ষা কেন্দ্র ফিসহ সর্বনিম্ন ১০২৫ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৭০০ টাকা নেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু উপজেলার ৫টি এমপিওভুক্ত কলেজের সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বিভিন্ন তহবিলের কথা বলে সর্বনিম্ন ২১০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। লক্ষীপাশা আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ফারুক আহমেদ জানান, পৌর এলাকার কলেজ হিসেবে তিনি ৩০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ফি নিতে পারেন সরকারি নিয়মে কিন্তু তা নিচ্ছেন না। যা নেয়া হচ্ছে সেটা নিয়মের মধ্যেই। এছাড়া কোন খাতে কতো নেয়া হচ্ছে জানতে চাইলে তিনি সেটা প্রতিষ্ঠানের গোপনীয় বিষয় তাই বলা যাবে না বলে জানান। সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও তিনি তথ্য দিবেন না বলে জানিয়ে দেন। এদিকে একাধিক ছাত্রীদের রসিদে (মানবিক) ২০০০ টাকা বোর্ড ফি উল্লেখ করে সর্বমোট ৪০০০ থেকে ৪৫০০ টাকা লেখা দেখতে পাওয়া যায়। সকল বিভাগের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকেই ৪৫০০ টাকা করে নেয়া হচ্ছে বলে শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা জানান। গত বছরের ১ ও ২ বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে নির্ধারিত ফি'র হিসেবেও বেশি ১৮০০ টাকা। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রীর অভিভাবক জানান, তার কাছ থেকে ১৮০০ টাকা নেয়া হলেও রসিদ দেয়া হয়েছে ১৩০০ টাকার। লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাসান আলী দেওয়ান, লাহুড়িয়া এস এম এ আহাদ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মো. মইনুর আলি মৃধা, ইতনা কলেজের অধ্যক্ষ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং দিঘলিয়া নবগঙ্গা ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দীনেশ চন্দ্র'র সাথে কথা বলে জানা যায়, পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিষ্ঠান ভেদে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বেতন, পরীক্ষার্থীদের কোচিং ক্লাস, উন্নয়ন তহবিলসহ বিবিধ খাতে বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগে ২১০০ থেকে ২৫০০ এবং বিজ্ঞান বিভাগে ২৮০০ থেকে ৩৫০০ টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা জানান, পরীক্ষা তো দিতেই হবে তাই বাধ্য হয়ে দাবিকৃত টাকা দিয়ে আসছি। তবে অনেকেই জানান, কর্তৃপক্ষ অনেক বেশি চেয়ে পরে যার কাছ থেকে যা পারছে তাই আদায় করছে, অনেকটা মাছের বাজারের মতো। জুন ২০১৩ পর্যন্ত বেতন নেয়া হলেও কোচিং'র নামে পুনরায় অর্থ আদায়ের কারণ তাদের নিকট বোধগম্য নয়। কেউ কোচিং না করলেও তার কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কোচিং ফি আদায় করা হচ্ছে। লোহাগড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেবেকা খানকে অবহিত করা হলে তিনি পরবর্তী কার্যদিবসে নিজে বিষয়টি দেখবেন বলে জানান। যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মুহম্মদ আবু দাউদ মুঠোফোনে জানান, আইনের দুর্বলতার সুযোগে পরিচালনা পর্ষদ এ ধরনের কাজ করে থাকে। তবে যথাযথ অভিযোগ পেলে ডিসি কার্যালয় ও শিক্ষা বোর্ড বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।

'পরিচালনা পর্ষদ এ ধরনের কাজ করে থাকে'